সংবাদ

তারিখ ... 16 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

ফেব্রুয়ারি থেকে ঢা.বি শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন অনিশ্চিত

বশীর আহমাদ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ফেব্রুয়ারি থেকে বেতন-ভাতা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল এখন শূন্য। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে দুই কোটি টাকা ধার করে জানুয়ারির বেতনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

বাজেট ঘাটতির কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ সঙ্কটে পড়েছে বলে ট্রেজারার অধ্যাপক রাশিদুল হাসান জানিয়েছেন। এ সঙ্কট মোকাবিলায় সরকারের সহায়তা চাওয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোন আশ্বাস পাওয়া যায়নি বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছেন। এ অর্থসঙ্কটের কারণে যেসব শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পেনশনে যাচ্ছেন তারাও পেনশনে কোন টাকা পাচ্ছেন না। চলতি অর্থবাজেটে ৭ কোটি ৮৪ লাখ টাকা বাজেট ঘাটতি দেখানো হলেও প্রকৃতপক্ষে এ ঘাটতির পরিমাণ ২১ কোটি টাকা বলে ট্রেজারার জানিয়েছেন।

বেতন ঃ পৃঃ ২ কঃ ৭

বেতন ঃ অনিশ্চিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় ধরা হয় ৮৮ কোটি ৯৪ লাখ টাকা। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দিয়েছে ৭৩ কোটি ৮৫ লাখ টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় ৭ কোটি ২৫ লাখ টাকা। বাজেট ঘাটতি ৭ কোটি ৮৪ লাখ টাকা।

মোট বাজেটের ৬৪ শতাংশ বেতনের জন্য, ১০ শতাংশ পেনশন, ১২ শতাংশ শিক্ষা সহায়ক খাত এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য ১৪ শতাংশ অর্থব্যয় হয়ে থাকে। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বাবদ বছরে ব্যয় হয় ৫৮ কোটি ৭৩ লাখ ২১ হাজার টাকা। প্রতি মাসে ব্যয় প্রায় ৫ কোটি টাকা।

অর্থবছর শেষ হতে এখনও প্রায় ৬ মাস বাকি। এ পর্যায়ে কেন অর্থসঙ্কটে পড়ল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়? এ প্রশ্নের উত্তরে ট্রেজারার অধ্যাপক রাশিদুল হাসান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বৈতনীতির শিকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতি বছর শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেনশনের জন্য ব্যয় হয় ১২ কোটি টাকা। সেখানে মঞ্জুরি কমিশন দেয় ৮ কোটি টাকা। প্রতি বছর এ ঘাটতির কারণে অর্থসঙ্কট বেড়েই চলেছে। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন খাত রয়েছে, যেখানে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। অথচ মঞ্জুরি কমিশন কোন টাকা দেয় না। এ মুহূর্তে শিক্ষক, কর্মচারীদের পেনশনের টাকা দেয়ার মতো কোন টাকা নেই বলে ট্রেজারার স্বীকার করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সঙ্কট মোকাবিলায় কয়েকটি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করার চেষ্টা করে তা পেতে ব্যর্থ হয়েছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক এস.এম.এ ফায়েজ বলেন, খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে আছি। তহবিলে টাকা নেই। ব্যাপক বাজেট ঘাটতির কারণে এ সঙ্কট। সঙ্কট মোকাবিলা সম্পর্কে উপাচার্য বলেন, সরকারকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তবে এখনও সুস্পষ্ট কোন আশ্বাস পাওয়া যায়নি। আশা করছি, সরকার কিছু একটা করবে। তা না হলে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বড় বিপদের মধ্যে পড়ে যাব।